স্বদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধু

মোঃ কামরুল হাছান

একটি কবিতা লেখা হয়েছিলো

দূরদর্শী মুক্তির বাণী নিয়ে

ছিল ক্ষিপ্রতা, ছিল আন্দোলন রন্ধ্রে রন্ধ্রে

শিরা উপশিরায় ছিল অস্থিরতা

চোখে মুখে ছিলো মুক্তির গন্ধ ভরা উৎসুক জনতা

চারিদিকের সবুজ মিশেছে

রক্তের মিছিলে

উড়ছে স্বাধীন পতাকা

দূরে ছিল প্রস্তুত রাইফেল

ছিল শকুনী নজরদারী, সব নিস্ফল

কবি এলেন প্রকাশ্যে অকপটে দিবালোকে

হলো শব্দ ছন্দের গোলক ধাধায় স্বপ্নের বীজ বপন

কবিতার প্রতিটা লাইন জ্বালাময়ী আপন।

কবি নিজেই পড়ছিলেন

কোথাও হাহাকার হারানোর বেদনায়

কোথাও বেদনায় আড়ষ্ট পাজর

ভ্রাতৃত্ব মমতার স্বর

কোথাও প্রতিবাদ রুখে দেবার শপথ

কোথাও ঘুরে দাঁড়াবার প্রত্যয়

ভীতিহিন তর্জনীর নাচন

গর্জন পাতায় পাতায়।

একটি পলক দেবার সময় নেই যেন

অপলক শুধু শুনেছে বিস্ময়ে

কতটা দীপ্ত কবিতা

জাগায় প্রাণ কথায়

উৎসর্গ জীবন মুক্তির তরে।

কবিতা এবার গান হলো

কখনো ছন্দ সুরে আপন কথায়

কখোনো বা বড্ড বেসুরো

হারানোর হাহাকার সব জ্বালা নিয়ে চিৎকার

কখনো নীরব নিস্তব্ধ পাথর চোখে

চাপা বিলাপে মুক্ত মনে

কবিতার মুক্তির বানী স্মরণে মাতাল জনতা

বিদ্রহী গেরিলা বাঙ্গালী বুঝেগেছে

জীবনের মানে

গাইতে চায় মুক্তি মনে

আপন সুর ও গানে।

কবি কোথায়? চেয়ে দেখো…

৩০ লক্ষ বার মরে

বাঙ্গালী বাঁচতে শিখেছে

ছিনিয়ে এনেছে মুক্তি

সম্ভ্রম আর রক্ততিশার স্রোত বেয়ে

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ যখন

পাকিস্তানি হানাদার পদানত আত্নসমর্পনে

বিজয় তেমনটা হাঁসেনি

কেঁদেছে তোমার পথচেয়ে…

সংসয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে

কোথায় কবে আসবে কবি?

সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা

বুকভরে কাঁদবে বলে…

কবি এলেন সেই মুক্ত বাংলার কবি

স্বাধীন বাংলার স্থপতি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কাঁদলেন সকলকে কাঁদিয়ে

শোনালেন মুক্তির নতুন কবিতা

স্বদেশের মাটি ও মানুষ নিয়ে।

৮ জানুয়ারি ২০২১